হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২

(১)পঞ্চাশতম দিনের ইদে যখন তারা সবাই এক জায়গায় মিলিত হলেন, (২)তখন হঠাৎ আসমান থেকে জোর বাতাসের শব্দের মতো একটি শব্দ এলো এবং যে-ঘরে তারা ছিলেন, সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেলো। (৩)তারা দেখলেন, আগুনের জিভের মতো কি যেনো ছড়িয়ে গেলো এবং সেগুলো তাদের প্রত্যেকের ওপরে এসে বসলো। (৪)তাতে তারা সবাই আল্লাহর রুহে পূর্ণ হলেন এবং সেই রুহ যাকে যেমন কথা বলার শক্তি দিলেন, সেই অনুসারে তারা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

(৫)সেই সময় দুনিয়ার নানা দেশ থেকে এসে আল্লাহভক্ত ইহুদিরা জেরুসালেমে বাস করছিলো। (৬)সেই শব্দ শুনে বিশৃঙ্খল জনতা সেখানে জমায়েত হলো। তারা নিজের নিজের ভাষায় তাদেরকে কথা বলতে শুনে সবাই বুদ্ধিহারা হয়ে গেলো।

(৭)তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললো, "এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সবাই কি গালিলের লোক নয়? (৮)তাহলে কীভাবে আমরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি? (৯)পার্থীয়, মাডীয়, এলমীয় এবং মেসোপটেমিয়া, ইহুদিয়া, কাব্বাদুকিয়া, পন্ত, এশিয়া, (১০)ফরুগিয়া, পামফুলিয়া, মিসর, কুরিনির কাছাকাছি লিবিয়ার কয়েকটা জায়গায় বাসকারী লোকেরা, এবং রোম শহর থেকে আসা ইহুদিরা, ইহুদি ধর্মে ইমান আনা অ-ইহুদিরা সবাই, (১১)ক্রিট দ্বীপের লোকেরা ও আরবীয়রা; আমরা সকলেই তো আমাদের নিজ-নিজ ভাষায় আল্লাহর মহৎ কাজের কথা ওদের বলতে শুনছি।"

(১২)তারা আশ্চর্য ও বুদ্ধিহারা হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "এর মানে কী?" (১৩)কিন্তু অন্যরা ঠাট্টা করে বললো, "ওরা নতুন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।"

(১৪)তখন হযরত পিতর রা. সেই এগারোজনের সংগে দাঁড়িয়ে জোরে ওই সব লোকদের বললেন, "ইহুদি লোকেরা আর আপনারা যারা জেরুসালেমে বসবাস করছেন, আপনারা জেনে রাখুন এবং মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। (১৫)আপনারা মনে করছেন এরা মাতাল হয়েছে। কিন্তু তা নয়, কারণ এখন তো মাত্র সকাল ন' টা। (১৬)না, এটা তো সেই কথা, যা নবি হযরত যোয়েল আ. এর মাধ্যমে বলা হয়েছিলো- আল্লাহ পাক এ-কথা বলেন, (১৭)'শেষকালে আমি সব লোকের ওপরে আমার

রুহ ঢেলে দেবো, এবং তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে। তোমাদের যুবকরা দর্শন পাবে। তোমাদের মুরব্বিরা স্বপ্ন দেখবে।

(১৮)এমনকি সেই সময় আমার গোলাম ও বাঁদীদের ওপরে আমি আমার রুহ ঢেলে দেবো আর তারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে। (১৯)আমি ওপরে আসমানে আশ্চর্য-আশ্চর্য ঘটনা দেখাবো এবং নিচে জমিনে নানা রকম চিহ্ন দেখাবো। অর্থাৎ রক্ত, আগুন ও প্রচুর ধোঁয়া দেখাবো।

(২০)আল্লাহর সেই মহৎ ও মহিমাপূর্ণ দিন আসার আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে ও চাঁদ রক্তের মতো হবে। (২১)তখন যারা আল্লাহর নামে ডাকবে, তারা রক্ষা পাবে। ’

(২২)বনি-ইস্রাইলরা, আমার কথা শুনুন। নাসরতের হযরত ইসা আ. একজন মানুষ, যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর মহৎ ও আশ্চর্য কাজের ক্ষমতাসহ আপনাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ তাঁর মাধ্যমে করেছিলেন, যা আপনারা জানেন। (২৩)আল্লাহর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আগে প্রকাশ করা কালাম অনুসারে তিনি তাঁকে আপনাদের হাতে দিয়েছিলেন। আপনারা শরিয়তের বাইরের লোকদের দ্বারা তাঁকে সলিবের ওপরে হত্যা করিয়েছিলেন। (২৪)কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যুর ক্ষমতা থেকে মুক্ত করে জীবিত করে তুলেছেন। কারণ তার নিজের ক্ষমতায় তাঁকে ধরে রাখা অসম্ভব ছিলো।

(২৫)কারণ হযরত দাউদ আ. তাঁর বিষয়ে বলেছেন, ‘আমি আমার মনিবকে সব সময় আমার সামনে দেখছি। কারণ তিনি আমার ডানপাশে আছেন, যেনো আমি অস্থির না হই।

(২৬)এ জন্য আমার মন আনন্দে ভরা এবং আমার জিভ তাঁর প্রশংসা করছে। তাঁর ওপর আমার শরীরও আশা নিয়ে বাঁচবে। (২৭)কারণ তুমি আমার রুহকে ধ্বংস হওয়ার জন্য আমাকে ত্যাগ করবে না, অথবা তোমার পবিত্রজনকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না। (২৮)জীবনের পথ তুমি আমাকে জানিয়েছো। তোমার উপস্থিতি দিয়ে তুমি আমার আনন্দ পূর্ণ করবে।’

(২৯)আপনারা যারা শুনছেন, আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত দাউদ আ. ইন্তেকাল করেছেন। তাকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর রওজা-মোবারক আজও আমাদের এখানে রয়েছে। (৩০)তিনি একজন নবি ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, আল্লাহ্ কসম খেয়ে তাঁর কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর সিংহাসনে তাঁরই একজন বংশধরকে বসাবেন ।

(৩১)পরে কী হবে তা দেখতে পেয়ে হযরত দাউদ আ. মসিহের পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন যে, তাঁকে কবরে পরিত্যাগ করা হয়নি এবং তাঁর শরীরও নষ্ট হয়নি। (৩২)আল্লাহ্ সেই হযরত ইসা

আ.কেই জীবিত করে তুলেছেন আর আমরা সবাই তার সাক্ষী। (৩৩)আল্লাহর ডানদিকে বসার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং ওয়াদা করা আল্লাহর রুহ, তিনিই প্রতিপালকের কাছ থেকে পেয়েছেন। আর এখন আপনারা যা দেখছেন ও শুনছেন, তা তিনিই দিয়েছেন।

(৩৪-৩৫)হযরত দাউদ আ. নিজে বেহেস্তে যাননি কিন্তু তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ আমার মনিবকে বললেন- 'যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততক্ষণ তুমি আমার ডানদিকে বসো।' " (৩৬)এ জন্য ইস্রায়েল জাতি এ কথা নিশ্চিতভাবে জানুন যে, আল্লাহ যাঁকে মুনিব ও মসিহ করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই হযরত ইসা আ., যাঁকে আপনারা সলিবের ওপরে হত্যা করেছিলেন। "

(৩৭)এ কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেলো এবং হযরত পিতর রা. ও অন্য হাওয়ারিদের জিজ্ঞেস করলো, "ভাইয়েরা, আমরা এখন কী করবো?" (৩৮)হযরত পিতর রা. তাদের বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে তওবা করুন এবং হযরত ইসা মসিহের নামে বায়াত গ্রহণ করুন, যেনো গুনাহের ক্ষমা পেতে পারেন; এবং আপনারা আল্লাহর রুহকে দান হিসাবে পাবেন। (৩৯)এই ওয়াদা আপনাদের, আপনাদের ছেলে-মেয়েদের, যারা দূরে আছে এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যাদের তাঁর কাছে ডেকেছেন, তাদের সকলেরই জন্য।"

(৪০)আরো অনেক কথা বলে তিনি সাক্ষ্য দিতে লাগলেন। তিনি তাদের এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "এই যুগের বিবেকহীন লোকদের থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।" (৪১)তাই সেদিন যারা তার কথায় ইমান আনলো, তারা বায়াত গ্রহণ করলো। সেইদিন কমবেশি তিন হাজার লোক তাদের সংগে যুক্ত হলো। (৪২)তারা হাওয়ারিদের শিক্ষায়, সহভাগিতায়, মোনাজাতে এবং এক সংগে মসিহের মেজবানিতে নিজেদের নিয়োজিত রাখলেন।

(৪৩)তাদের ওপর ভয় হাজির হলো, কারণ হাওয়ারিরা অনেক অলৌকিক কাজও চিহ্ন-কাজ করতে লাগলেন। (৪৪)যারা ইমান এনেছিলেন, তারা সবাই তাদের নিজেদের বিষয়-স□পত্তি বিক্রি করে সবকিছু এক সংগে রাখতেন। (৪৫)এবং যার যেমন দরকার, সেভাবে ভাগ করে নিতেন।

(৪৬)তারা প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে এক সংগে মিলিত হতেন। আর বাড়িতে আনন্দের সংগে ও সরল মনে হযরত ইসা আ. এর মেজবানি ও এক সংগে খাওয়া-দাওয়া করতেন। (৪৭)তারা আল্লাহর প্রশংসায় ও মানুষের ভালোবাসায় থাকতেন। আল্লাহ্ প্রতিদিনই নাজাত পাওয়া লোকদের তাদের সংগে যুক্ত করতে থাকলেন।